পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার মনে হচ্ছে আমার হার্ডডিস্কের ড্রাম মেমরিতে কোনো সমস্যা রয়েছে। এটি কি পরিবর্তন করা সম্ভব? হার্ডডিস্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডাটা ছিল, ডাটাগুলো কোনোভাবে রিকভার করা যাবে কি?

–মোস্তাফিজুর রিয়াদ

সমাধান : আপনার হার্ডডিস্ক সম্পর্কে বিশদভাবে কিছুই লিখেননি। হার্ডডিস্কের মডেল, ধারণক্ষমতা, কতদিন ধরে ব্যবহার করছেন, হার্ডডিস্ক কমপিউটারে শো করে কি না, হার্ডডিস্কে কোনো শব্দ করে কি না ইত্যাদি আরো ব্যাপার। আমার জানা মতে ড্রাম মেমরিতে সমস্যা হলে তা ঠিক করা হয় না আমাদের দেশে। তারপরও আপনি বিসিএস কমপিউটার সিটি, মাল্টিপ্ল্যান বা এলিফ্যান্ট রোডের কমপিউটার সার্ভিস সেন্টারগুলোতে হার্ডডিস্কটি নিয়ে যেতে পারেন। যদি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ডাটা হয় তবে তা হার্ডডিস্ক ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং দেশের বাইরে থেকে তা ঠিক করিয়ে আনতে হবে।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে–প্রসেসর AMD Bulldozer Fx4100 3.60GHZ, মাদারবোর্ড MSI 880Gm E41, 8GB transcend1333 bus ddr3 র‍্যাম। সেই সাথে আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড। আমি উইন্ডোজ সেভেন ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করি। কিন্তু আমার KM Player ঠিকমতো কাজ করে না, মাঝে মাঝে হ্যাং হয়ে যায় এবং কখনো বেশ স্লো হয়ে যায়। অন্য ভার্সন ইনস্টল করার পরও একই সমস্যা হচ্ছে। কি জন্য এমন হচ্ছে? আর আমার কি আলাদাভাবে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দরকার আছে?

–তানজীর শিহাব

সমাধান : আপনার পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের দরকার। ক্যাসিংয়ের সাথে যে সাধারণ মানের পাওয়ার সাপ্লাই দেয়া থাকে তাতে পিসি চালাতে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু যখন কোনো ভারি কাজ করতে যাবেন এবং পিসির যন্ত্রাংশগুলো পুরোদমে কাজ করবে তখন পিসিতে বাড়তি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দরকার পড়বে। বাড়তি এ শক্তির জোগান সাধারণ পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারে না। এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পিসির কনফিগারেশনের সাথে মিল রেখে ভালোমানের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট কেনা উচিত। এএমডি প্রসেসর পারফরম্যান্স ভালো দেয় কিন্তু একটু বেশি পাওয়ার খরচ করে। পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী আপনার দরকার হবে ৬৫০ ওয়াট ক্ষমতার পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। গ্রাফিক্স কার্ডের মডেল উল্লেখ করলে আরো ভালো পরামর্শ দেয়া যেত। যদি গ্রাফিক্স কার্ড বেশ পাওয়ারফুল হয় তবে ৭৫০-৮৫০ ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই কিনে নিতে হবে। বাজারে থার্মালটেক, ভিশন, গিগাবাইট, এ-ডাটা ইত্যাদি আরো কিছু ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়া যায়। এগুলোর দাম, ব্র্যান্ড ও মডেলভেদে ৫০০০-১৫০০০ হাজারের মতো হবে। পিসির সুরক্ষার জন্য কিছুটা খরচ করতেই হবে তা না হলে পুরো পিসির জন্য তা বেশ ক্ষতিকর হতে পারে।

সমস্যা : আমি এইচপির dv6-6107tx মডেলের ল্যাপটপ ব্যবহার করি। অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ সেভেন হোম প্রিমিয়াম (সার্ভিস প্যাক ১)। আমার পিসির হার্ডডিস্ক ৬৪০ গিগাবাইট (দৃশ্যমান জায়গা ৫৯৬.১৭ গিগাবাইট)। সমস্যা হলো আমি সপ্তাহে একদিন প্রথমে Disk analyze এবং পরে defragment করি। C:, Recovery(D:), NewVolume(F:), HP_TOOLS এদের defragment করার পর Run list-এ এদের সবাইকে 0%fragmented দেখালেও SYSTEM-কে defragment করার পর প্রতিমাসে ১% করে বাড়তে বাড়তে এখন ৭% fragmented দেখাচ্ছে। আমি কিভাবে আবার ০%-এ ফেরত আসতে পারি তার বিস্তারিত উপায় জানালে উপকৃত হব। ধন্যবাদ।

–মনজুর রায়হান

সমাধান : উইন্ডোজের বিল্ট-ইন ডিফ্র্যাগমেন্ট সিস্টেম খুব শক্তিশালী কোনো প্রোগ্রাম নয়। আপনি থার্ড পার্টি ডিফ্র্যাগমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেখতে পারেন। কয়েকটি ভালো মানের ফ্রি ডিফ্র্যাগমেন্ট সফটওয়্যার হচ্ছে–Auslogics Disk Defrag, MyDefrag, Defragler, Smart Defrag,UltraDefrag ইত্যাদি। রেজিস্টারড কিছু ডিফ্র্যাগমেন্ট সফটওয়্যার হচ্ছে–Diskeeper, PerfectDisk Pro, O&O Defrag ইত্যাদি। এছাড়া টিউন-আপ ইউটিলিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে–ইন্টেল সেলেরন ২.৬৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ১ গিগাবাইট ডিডিআর র‍্যাম, এলজি ডিভিডি রাইটার এবং অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আছে উইন্ডোজ সেভেন এন্টারপ্রাইজ। আমার সমস্যা হচ্ছে আমি যখন কোনো ডিভিডি ভিডিও ডিস্ক ড্রাইভে প্রবেশ করাই তখন একটি বক্সে ৩টি অপশন আসে open with- windows media player, vlc media player, take no action, যদি আমি উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার সিলেক্ট করি তখন মিডিয়া প্লেয়ার চালু হয় কিন্তু ভিডিও চালাতে পারি না। নতুন করে পপ-আপ বক্স আসে যাতে লেখা থাকে "solve the problem to internet or close the programme"। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আমি মাই কমপিউটার থেকে ডিভিডি ড্রাইভে ঢুকে ডিভিডি ফাইলগুলোকে ভিএলসি প্লেয়ার দিয়ে ওপেন করে দেখে থাকি। কিন্তু আমার কমপিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভিডি ভিডিও চালু হয় না কেন?

–নাজমুল হুদা জাহাত

সমাধান : আপনার সমস্যা আপনি খুব সহজেই দূর করতে পারেন k-lite কোডেক প্যাক ইনস্টল করে। এটি ইনস্টল করা থাকলে মিডিয়া প্লেয়ারে প্রায় সব ধরনের ভিডিও ফাইল চালাতে পারবেন। এটি মাত্র ১৮-২০ মেগাবাইটের ফাইল এবং এটি বিনামূল্যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। গুগলে k-lite লিখে সার্চ দিলেই এটি পাবেন। আর যদি আপনার ইন্টারনেট না থাকে এবং আপনি কারো কাছ থেকে কোডেক প্যাক সংগ্রহ না করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সাইবারলিংক পাওয়ার ডিভিডি বা উইনডিভিডি প্লেয়ার ইনস্টল করে নিতে পারেন। ডিভিডি প্রবেশ করালে ওপেন উইথ পাওয়ার ডিভিডি বা উইনডিভিডি অপশন পাবেন। এটি সিলেক্ট করলেই ডিভিডি পাওয়ার ডিভিডি বা উইনডিভিডি প্লেয়ারে চালু হবে। মূলত পাওয়ার ডিভিডি ও উইনডিভিডি প্লেয়ারগুলো ডিভিডি ভিডিও চালানোর জন্যই বানানো হয়েছে। এছাড়া Magic DVD Player, DVD X Player Standard ইত্যাদিও ডিভিডি চালানোর জন্য বেশ ভালো প্লেয়ার। যেহেতু আপনার পিসি সেলেরন প্রসেসরযুক্ত এবং পিসির র‍্যাম মাত্র ১ গিগাবাইট। তাই সাইবারলিংক পাওয়ার ডিভিডি বা উইনডিভিডি প্লেয়ারের নতুন ভার্সন ব্যবহার করতে পারবেন না। এগুলো আপনার পিসিকে স্লো করে দেবে। তাই সাইবারলিংক পাওয়ার ডিভিডি ৬ বা ৭ ব্যবহার করুন যা আপনার পিসির সাথে মানানসই হবে।

সমস্যা : আমার ল্যাপটপের ব্র্যান্ড এইচপি প্রো-বুক 4420s, এটি ১ বছর আগের কেনা। এটি কনফিগারেশন হচ্ছে– কোর আই ফাইভ ২.৬৭ গিগাহার্টজ, ৬ গিগাবাইট র‍্যাম, অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট-সার্ভিস প্যাক ১। আমি ব্রাউজার হিসেবে গুগল ক্রোমব্যবহার করি, কিন্তু এটি মাঝে মাঝে পিসি হ্যাং করে। গুগল ক্রোম আনইনস্টল করে আবার ইনস্টল করে দেখেছি কিন্তু আমার একই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অপারেটিং সিস্টেম ৮ মাস আগে সেটআপ দেয়া হয়েছে, দয়া করে সমাধান দেবেন।

–আবদুল্লাহ আল-নুমান

সমাধান : আপনার অপারেটিং সিস্টেম ৩২ বিট নাকি ৬৪ বিট সেটা জানা অপারেটিং সিস্টেম বাধ্যতামূলক। কারণ ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেম ৪ গিগাবাইটের ওপরের মেমরিযুক্ত র‍্যামকে পুরোপুরি ব্যবহার করে না। যার ফলে ৬ গিগাবাইট লাগানো থাকলেও আপনি ৪ গিগাবাইটের সমান পারফরম্যান্স পাবেন। আর যদি অপারেটিং সিস্টেম ৩২ বিটের হয়, তাহলে এটি পরিবর্তন করে ৬৪ বিটের উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট ভার্সন ইনস্টল করে নিন। এবার আসা যাক আপনার গুগল ক্রোমের সমস্যার সমাধানে। সাধারণত গুগল ক্রোম খুবই হালকা মনে হলেও যখন এটি ▸

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

চালানো হয় তখন এটি র‍্যামে বেশ জায়গা দখল করে। আপনি যত বেশি ট্যাব চালু করবেন এটি তত বেশি জায়গা দখল করবে। তাই এক সাথে বেশি ট্যাব ওপেন করা থেকে বিরত থাকুন। এছাড়া ভাইরাসের সমস্যা থাকলেও গুগল ক্রোমের এই সমস্যা দেখা দেয়। তাই ভালো মানের অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করুন এবং নিয়মিত তা হালনাগাদ করুন। এছাড়া গুগল ক্রোম ও অন্যান্য ব্রাউজার অনেক কুকিস ও টেম্পোরারি ফাইল উইন্ডোজ ড্রাইভে জমা রাখে। আপনি চাইলে সেগুলো ক্লিন করে দেখতে পারেন। এটি করার জন্য সি-ক্লিনার (ccleaner) সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

সমস্যা : আমার সমস্যা হচ্ছে ইউটিউবে ভিডিও দেখা নিয়ে। আমি যখন ইউটিউওবে কোনো ভিডিও দেখতে যাই এটি ৪-৫ মিনিট সময় নেয় চালু হতে এবং ১-২ মিনিট পর ভিডিও দেখাতে দেখাতে অফ হয়ে যায়। কিভাবে আমি কোনো ঝামেলা ছাড়া ইউটিউবে ভিডিও দেখতে পারি? সমাধান জানালে উপকৃত হব।

–জনি রনি

সমাধান : ইউটিউবে ভিডিও দেখতে চাইলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ থাকা জরুরি। ন্যূনতম ৩২ কিলোবাইট পার সেকেন্ড (২৫৬ কিলোবিট/সেকেন্ড) স্পিডের সংযোগ থাকলে ভালোভাবে ইউটিউবের ভিডিও দেখা সম্ভব। বর্তমানে ইউটিউবে হাইডেফিনিশন ভিডিও দেখতে চাইলে আরো বেশি গতির ইন্টারনেট স্পিড থাকা দরকার। আপনার ইন্টারনেট স্পিডের কথা উল্লেখ করেননি, তাই আপনার সমস্যা কম স্পিডের ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য কি না সেটি সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। আপনি ইচ্ছে করলে ভিডিও স্ট্রিমিং করার গতি বাড়াতে পারেন কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করে, এছাড়া ইউটিউবের ভিডিও ডাউনলোড করেও দেখতে পারেন। এমন কিছু সফটওয়্যার হচ্ছে TaterVideo, Save Tube Video 3.8, YouTube Downloader, Air Playit ইত্যাদি।

সমস্যা : আমার পিসির সময় এবং তারিখ ভুল দেখাচ্ছে। আমি সময় ও তারিখ ঠিক করে দেয়ার পরও আবার যখন নতুন করে পিসি চালু করি তখন ০০০০০০০০০আবার একই সমস্যা দেখা দেয়। দয়া করে সমস্যাটির সমাধান দেবেন।

–রায়হান, টঙ্গী

সমাধান : এটি একটি সাধারণ সমস্যা। আপনার পিসির মাদারবোর্ডের সাথে একটি সিমোস ব্যাটারি লাগানো আছে। সেটি রিপ্লেস করে নিলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। সাধারণত এই ব্যাটারিটি মাদারবোর্ডে দেয়া থাকে তারিখ, সময় এবং পিসি রিস্টার্ট হওয়ার সময় সহায়ক হিসেবে। যখন পিসি বন্ধ থাকে তখন যেনো পিসির সময় ও তারিখ এবং অন্যান্য বায়োস সেটিংস এলোমেলো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই এই চাকতি আকৃতির ব্যাটারি সাথে দেয়া হয় পাওয়ার ব্যাকআপ দেয়ার জন্য। এটি পরিবর্তন করা তেমন কঠিন কিছু নয়। আপনি নিজেই এটি দোকান থেকে কিনে এনে লাগিয়ে নিতে পারবেন, আর লাগাতে না পারলে অভিজ্ঞ কারো সহায়তায় এটি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে নিন।

সমস্যা : আমি ব্রাউজার হিসেবে উইন্ডোজে ফায়ারফক্স ব্যবহার করি। মেইল অ্যাকাউন্টে এবং ফেসবুকে সাইন ইন করার জন্য বারবার ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড দেয়া লাগে, তাই আমি ব্রাউজারে রিমেম্বার পাসওয়ার্ড অপশন ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে আমার পিসি আরো কয়েকজন বন্ধু শেয়ার করে। তাই আমি এখন এই পাসওয়ার্ড রিমেম্বারের ব্যাপারটা কিভাবে ব্রাউজার থেকে বাদ দিতে পারি?

–অন্তরা ইয়াসমিন, মোহাম্মদপুর

সমাধান : এটি করার জন্য আপনাকে ফায়ারফক্স ব্রাউজারের Toolsà Clear Recent History অপশনে যেতে হবে। সেখানে Details বাটনে ক্লিক করলে ৭টি অপশন পাবেন, সাধারণত ৭টিতেই টিক চিহ্ন থাকার কথা। তবে যেহেতু আপনি শুধু পাসওয়ার্ড মুছতে চান তার জন্য শুধু Active Logins লাইনে টিক চিহ্ন রেখে বাকিগুলোর টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিন। এখন Time range to clear লেখার পাশের ড্রপ-ডাউন বক্স থেকে Everything সিলেক্ট করে Clear Now বাটনে ক্লিক করুন। তারপরে দেখুন আপনার মেইল অ্যাকাউন্ট ও ফেসবুক লগ-ইন করার জন্য ম্যানুয়ালি ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দেয়া লাগছে।

সমস্যা : আমার পিসির ইউপিএস ১২০০ ওয়াটের। এটি ব্যবহার করছি প্রায় দেড় বছর হলো। এখন সমস্যা হচ্ছে হঠাৎ করেই ইউপিএস ব্যাকআপ দিচ্ছে না। আমি ভালোভাবে চার্জ করে দেখেছি কিন্তু তা কারেন্ট চলে যাওয়ার পর ৩-৪ সেকেন্ডের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ইউপিএসের কি সমস্যা তা জানাবেন। যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে থাকে তা কি কিনে লাগানো যাবে বা নষ্ট হলে তা ঠিক করানো যাবে কি?

–হাসান, ঝিগাতলা

সমাধান : ইউপিএসের ব্যাটারির আয়ু শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আগের দিনে যেসব ইউপিএস ছিল সেগুলো অনেক বেশি টেকসই ছিল যা ৪-৫ বছরেও কিছু হতো না। কিন্তু এখনকার ইউপিএসগুলোতে ২-৩ বছরের মধ্যেই সমস্যা দেখা দেয়। ইউপিএসের ব্যাটারি রিপ্লেস করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ১২০০ ওয়াট কথাটি ঠিক নয়, কারণ তা হবে ১২০০ ভিএ বা ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার। ১২০০ ভিএ ইউপিএসের ক্ষমতা ওয়াটে প্রকাশ করতে গেলে তা ৬৫০-৭৫০-এর মধ্যে হতে পারে ব্র্যান্ডভেদে। ১২০০ ভিএ ইউপিএসে সাধারণত ২টি ব্যাটারি লাগে। তাই আপনাকে দুটি ব্যাটারি কিনতে হবে। ঝিগাতলা আপনার বাসা তাই আপনি ওখান থেকে এলিফ্যান্ট রোডের কমপিউটার মার্কেটে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন আপনার ইউপিএসের জন্য ব্যাটারি পাওয়া যায় কিনা। ব্যাটারির দাম সাধারণত ১১০০-১২০০ টাকার মতো হয়। নিজে লাগাতে না জানলে যে দোকান থেকে ব্যাটারি কিনবেন তাদের বলুন তা লাগিয়ে দিতে। তাহলেই আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সমস্যা : আমি আমার পিসিতে দুটি মনিটর একসাথে লাগিয়ে গেম খেলতে চাই। এক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে?

–তৌফিক, চট্টগ্রাম

সমাধান : দুটি মনিটর ব্যবহার করার জন্য গ্রাফিক্স কার্ডে দুটি আলাদা গ্রাফিক্স পোর্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে একটি ভিজিএ ও একটি ডিভিআই অথবা এইচডিএমআই হতে হবে। ডিভিআই ও এইচডিএমআই একসাথে কাজ করতে পারে না। তাই দুটি ভিজিএ, দুটি ডিভিআই বা দুটি এইচডিএমআই পোর্ট ব্যবহার করতে হবে। ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ডে একের অধিক গ্রাফিক্স পোর্ট দেয়া থাকে যা দিয়ে অনায়াসে ডুয়াল মনিটর ব্যবহার করে গেম খেলা যায়। ডুয়াল মনিটর ব্যবহার করার জন্য গ্রাফিক্স কার্ডের যে ব্র্যান্ডের ব্যবহার করবেন সে ব্র্যান্ডের (এএমডি বা এনভিডিয়া) ওয়েবসাইটে ডুয়াল মনিটর চালানোর জন্য সফটওয়্যার দেয়া আছে তা ব্যবহার করতে হবে। মনিটর যুক্ত করার কাজে ভালো মানের ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে ডিসপ্লে ভালো আসবে না।

সমস্যা : আমি বাংলালায়ন ওয়াইম্যাক্সের ইউএসবি মডেম ব্যবহার করি। স্পিড বেশ ভালোই পাই কিন্তু মাঝে মাঝে স্কাইপিতে ভিডিও চ্যাট করার সময় আমার ওয়েবক্যামের ছবি অপর পাশ থেকে দেখা যায় না। এটা কি ওয়েবক্যামের সমস্যা না কি মডেমের?

–আহাদুর রহমান

সমাধান : আপনি যখন মডেম কানেক্ট করে স্কাইপিতে চ্যাট করবেন তখন খেয়াল করবেন আপনার ইন্টারনেট স্পিড ও সিগন্যাল স্ট্রেনথ কত? যখন স্পিড কমে যায় তখন আপনার ওয়েবক্যামের ভিডিও স্ট্রিমিং করার ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ভিডিও আপলোড নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে মডেম এক্সটেনশন ক্যাবল দিয়ে ব্যবহার করুন এবং কোন স্থানে রাখলে বেশি সিগন্যাল পায় তা দেখে সেখানে মডেম রেখে কাজ করুন।

ফিডব্যাক : *jhutjhamela@comjagat.com*